ইত্তেফাক

তারিখ ২৫।১০।৮০

পৃষ্ঠা

104

২৬৭

ছয় শতাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য ॥ নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ

দেশের বিভিন্নস্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের বহু পদ খালি পড়িয়া রহিয়াছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটিতেছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দফতরে দুর্নীতি চলিতেছে।

ইত্তেফাকের সিরাজগঞ্জের (পাবনা) সংবাদদাতা জানান, মহকুমার বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে গত এক বছর যাবৎ প্রায় আড়াই শত শিক্ষকের পদ খালি পড়িয়া রহিয়াছে। এইসব পদ পূরণের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এবং শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে ১৫০জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য উর্ধ্বতন বিভাগে প্রেরণের আড়াই মাস পরও উহা অনুমোদন পায় নাই।

পাবনা হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, সদর মহকুমায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি চলিতেছে। গত প্রায় তিন বছর যাবৎ এই মহকুমায় ২২৫ জন প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩০টি পদ পূরণের জন্য গত বছর বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা এবং গত প্রায় পাঁচ মাস পূর্বে ২২৫ জনের একটি প্যানেল তৈরী করিয়া অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে ১২০ জনকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করিয়া নিয়োগ পত্র প্রদানের জন্য জেলা শিক্ষা পরিদর্শককে নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা গিয়াছে, উক্ত প্যানেলভুক্তদের অধিকাংশই মাত্র এস এসসি বা এইচ এসসি

প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য

(৩য় পৃঃ পর)

পাস। তাহাদের কোন পি টি আই ট্রেনিং নাই। অথচ ট্রেনিং প্রাপ্ত শত শত বেকার প্যানেল কমিটির ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

ঢাকার রূপগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, এই থানায় ১২০ জন প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। এই পদ পূরণের জন্য ৮৪ জন মহিলাকে প্যানেলভুক্ত করা হয়। কিন্তু তাহাদের চাকুরীর কোন কিছু না হইতেই ১১ জন শিক্ষককে মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়। ইহাতে প্যানেলভুক্ত মহিলাদের ধরনা দেওয়া শুরু হইলে তাহাদের মধ্য হইতে ২০ জনকে নিয়োগ করা হয়।

সিলেটের ইত্তেফাক সংবাদদাতার খবর: ছাতক থানার ছেছান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচশত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক নিয়োজিত রহিয়াছেন। ইতিপূর্বে এই বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষক ছিলেন। কয়েক মাস আগে একজনকে বদলি করা হইলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। উক্ত একজন শিক্ষক দৈবাৎ কোনদিন অনুপস্থিত থাকিলে ঐ দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। জেলার অন্যান্য পল্লী এলাকার বিদ্যালয়েও একই অবস্থা বিরাজমান বলিয়া জানা গিয়াছে।

আমাদের সুনামগঞ্জের (সিলেট) সংবাদদাতা জানান, স্থানীয় সরকারী জুবলী হাইস্কুলে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান শিক্ষকসহ ১২/১৩ জন শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। এব্যাপারে কয়েকবার লেখালেখি করিয়াও কোন ফল হয় নাই।

রংপুরের লালমনিরহাট সংবাদদাতা জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ তিস্তা খঃ বঃ খা দম হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য রহিয়াছে। তাহাকে কারসাজি করিয়া অপসারণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ছাত্ররা এ ব্যাপারে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করিয়াছে।